NOV. 16 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

পৃঃ ৭ কলাম ৪

তারুণ্য

শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নেই

রেজানুর রহমান ॥ শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকতা পেশায় আগের মত আগ্রহ দেখাচ্ছে না। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। কর্তৃপক্ষীয় অবহেলার কারণে শিক্ষাদান পর্যায়ে প্রবীণ-নবীনের দ্বন্দ্বও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যুগ পাল্টেছে। পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু পাঠদান প্রক্রিয়ায় আধুনিক ধ্যান-ধারণা এখনও যুক্ত হয়নি। যুগের চাহিদা মেটাতে কম্পিউটার এসেছে। বোর্ডের পরীক্ষার ক্ষেত্রে চালু হয়েছে গ্রেডিং সিস্টেম। কিন্তু দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই পরিবর্তনের হাওয়া লাগেনি। কোথাও কোথাও তরুণ শিক্ষকরা পরিবর্তনের ধারায় নিজেদের যুক্ত করতে গিয়ে স্বাভাবিক গতিতেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন। ফলে

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নেতৃত্বের সনাতন দেয়ালে লাগছে ধাক্কা। প্রবীণদের অনেকে পরিবর্তন সহজে মেনে নিতে পারছেন না। যুগের ধারায় তাল মেলাতে গিয়ে প্রবীণ-নবীন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব প্রায়শঃই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ফলশ্রুতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। গত দশ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। পাঠদান প্রক্রিয়ায় আনা হয়েছে পরিবর্তন। আধুনিক ধ্যান-ধারণায় পল্লবিত হয়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। কিন্তু শিক্ষকতা পেশায় গুণগত মানবৃদ্ধির বিষয়টি মোটেই গুরুত্ব পায়নি। যুগের চাহিদা মেটাতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টি আলোচনায় এলেও তা কার্যকর হয়নি। শিক্ষা কার্যক্রমে জড়িত সকলেই সভা-সেমিনারে বলছেন, শিক্ষকতা পেশায় তরুণ মেধাবীদের আসা উচিত। কিন্তু মেধাবীদের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। একজন তরুণ শিক্ষক আক্ষেপ করে বললেন, দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষকরা কোনঠাসা হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে মেধাবী তরুণ শিক্ষকরা প্রায়শঃই বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের সহযোগিতা পাচ্ছেন না। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি কম্পিউটার সম্পর্কে জানি, গ্রেডিং সম্বন্ধেও বোঝাতে পারি। ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে পছন্দ করে। কিন্তু আমার সহকর্মীদের অনেকেই আমাকে পছন্দ করেন না। তাঁদের ধারণা আমি অহংকারী, তাঁদেরকে সমীহ করি না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, পাঠ্যসূচীর সাম্প্রতিক সংশোধনী ও আধুনিক ধারাকে মেধাবী তরুণ শিক্ষকরা যতটা সহজে গ্রহণ করতে পারছেন বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের অনেকেই তা পারছেন না। ফলে উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শতকরা ৮০/৮৫ ভাগই বেসরকারী। বেসরকারী পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা অবলম্বন করা হয় না। তাছাড়া বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন এখনও লোভনীয় হয়ে ওঠেনি। তাই মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশার প্রতি তেমন আগ্রহী হয়ে উঠছেন না- এই মন্তব্য অভিজ্ঞ মহলের। ছাত্র-জীবনে শিক্ষক হবার স্বপ্নে বিভোর এক তরুণ ইত্তেফাককে জানিয়েছেন- 'একটি বেসরকারী কলেজে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু পরিবেশ আমাকে শিক্ষকতা পেশায় থাকতে দেয়নি। পরীক্ষায় নকলের প্রতিবাদ করা, ম্যানেজিং কমিটিতে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দেওয়া, একজন বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকের ভুল ধরাটাই ছিল আমার অপরাধ।' এই তরুণ জানালেন শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য বিষয়ভিত্তিক মেধাবী তরুণ শিক্ষকের বিকল্প নেই। এক সময়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রটি কেন শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী হচ্ছে না তা ভাবা জরুরী। উল্লেখ্য, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহ দেখাচ্ছে না এই সত্যের পাশাপাশি আরও একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাহল, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে যারা প্রশিক্ষণ (বিএড) নিচ্ছেন তাঁদের মেধার দিকটিও ক্রমশঃ অনুজ্জ্বল। ১৯৮৮ সালে ৭ হাজার ৫৯৩ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ফার্স্টক্লাশ অর্জনকারীর হার ছিল ১১ দশমিক ০৩। ১৯৯৯ সালে এই হার দাঁড়ায় ১০ দশমিক .০৩ এবং ২০০০ সালে দাঁড়ায় ৯ দশমিক ০৬ এ।